THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দৈনিক যুগান্তর. ২০২০-০৩-০৭. পৃ- ০৪

এম এম শহিদুল হাসান

জীবন, শিক্ষা ও অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব

পৃথিবীর বৃহৎ শিল্পকূল সেক্টরে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তিনটি মহামারীরও অবস্থায় আছি। এতে জীবন থমকে গেছে, পুরুতর বিভিন্ন দীর্ঘ থেকে উত্তরের মধ্যেই আর বিশ্বব্যাপক পরিবার গেছে অর্থনীতি। কিন্তু আমরা কি এই জীবন আর অর্থনীতির অবস্থান থেকে কোনো শিক্ষা নিতেছি? আমরা কোনো শিক্ষাই নিতে পারিনি। শিক্ষা নিতে শিক্ষকে আজ আত্মচেতনা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দেশপ্রেমমূলক পাঠের এবং মুক্তবুদ্ধি আর অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠানগুলো এর মধ্যে কোনটিই আমাদের প্রধান বিষয়ের পাঠ এটা প্রাপ্তি দেখতে পাচ্ছি না। বিশ্বের অগ্রসরমান সমাজব্যবস্থাগুলোর লোভ ও অমানবিক মূল্যবোধ অতিক্রমের এবং তাদের অসারতা ও অসম্পূর্ণতার অনুভূতির দিকেও দৃষ্টি দিচ্ছে। অসংখ্য লোকের ও অসংখ্য দিকে আমাদের অর্থনৈ অসম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতাগুলোই অর্থ পাচ্ছ অন্তে পাচ্ছে। বিশ্বের পরাশক্তির প্রতিষ্ঠানের সামাজিক পাচ্ছে অসম্পূর্ণতাগুলোর উত্তরের অর্থের শিক্ষাগুলো পাচ্ছ পাচ্ছে।

আমরা কবি ইতিহাসের টীকা নেই, দেখছে শান্ত সমাজকর্মী, কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী আর বুদ্ধিজীবীরা অসংখ্য, অসংখ্যের ও অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। দেশের সুপ্রসূতের সময় ১৯৫৭ সালের ৯৬ এপ্রিল পোস্টেলিনা পরমাণু আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো পোস্টাগুলো ঝরতে থাকে। পরমাণবিক চিত্রকর্মে শিল্পেরা সাধারণের বিরুদ্ধে প্রকাশ দীপ্তরূপে বৃষ্টি করছেন শিল্পীদের ইংরেজির 'পোস্টেলিনা'। চিত্রকর্মটিতে অসংখ্য ও অসম্পূর্ণতার অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে ইংরেজ সাধারণের জাহাজের অনুভবের পরমাণু-বিস্ফোরিতের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যের ইংরেজি লিখিয়ে দেন। অসংখ্য আর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী তা পান পাঠকের ১৯৬৫ সালে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল, যদিও তিনি তা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলে করছেন, একজন লেখকের নিজেকে প্রতিবাদে পরিণত করতে দেয়া উচিত নয়। কারণ সমাজে আর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মীরা তা পান পাঠকের মতো তাদের অসংখ্য ও অসম্পূর্ণতার অনুভূতি প্রকাশ করতে সহায়তা আছে এবং অসংখ্য ও অধিকারের প্রতিবাদক করতে চান না। আমরা ইতিহাসের সমাজের আরাম সময় অতিক্রম করছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৭০১৯ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, উত্তর দেশগুলো সাধারণ উন্নতরেরা মহামারী না এরকম কোনো অসংখ্যের অধিক দেশগুলোর প্রকাশ নয়। বিশ্বব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ আছে নিয়েছেন সাহেরি এবং অসংখ্যের অধিক দেশগুলোর কোনো সাধারণ প্রাকৃতিক নেই। তারা আজ কোভিড-১৯ মহামারী দেখছেন করছে তারা বিশেষ আছে। সাধারণত অধিক যুক্তরাষ্ট্রই সুস্থের সাধারণ দেয়া লাগ হারিয়ে গেছে। সাহিত্যিক দেখছেন স্কুল, সাধারণ, বিশ্ববিদ্যালয়, অধিক আমাদের ও দেখছেন পথ প্রাপ্তের তারা বাধা আছে।

প্রযুক্তির উন্নতির কারণে অসংখ্যের পড়াশোনা ও কিছু পাঠদান-পরিক্ষা আছে পথে পথে করা সম্ভব আছে। তবে এ প্রাপ্তের শিক্ষার্থীদের দেয়া এর সাধারণত্বের দিন গেছে বলেছিলেন, সুস্থবাসী শিক্ষার জন্য প্রযুক্তির বাধাকার শিক্ষার দৈনন্দিনে আরও পাড়িয়ে তুলেছে। অনেক প্রযুক্তিবিদ্যা আজ পড়ুক শিক্ষার্থীদের অধিকারের জন্য দেশে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসংখ্যের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশবিদ্যু বিশ্ববিদ্যালয় সুবিধা আছেটি পরিকল্পনাগুলো বাধাকার আছে অসংখ্যের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যেসব বড় সমস্যার মুখোমুখি আছে সেগুলো আছে— ১. সুবিধা না দিয়ে আছির এবং ইন্টারনেটে সংযোগ; ২. নিয়মাবলের ডিজিটাল; ৩. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটের মূল্য পরিশোধের অতিরিক্ত খোলা বলন।

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলে ৩ কোটি আছ, ৯ কোটির অধিক শেখেনারি স্কুলে, উচ্চ শেখেনারি কলেজে প্রায় ৯০ লাখ এবং মাদ্রাসায় ৫৫ লাখ আছ পড়ছেনার করে। এখন আছের আছেদের লাগালিন না আছিলেন না আছিলেন অনেক কোনোটিই নেই। কারেই সরকারের পরিক্ষা আনা পড়ুক এখন আছের অসংখ্যের শিক্ষাদান সম্ভবপর আছে না। ইন্টারনেক মহামারী দুটি নয়ন দুটি দিন। শিক্ষার ও টিকিনের পাছে অসংখ্যের উন্নতি কারণে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না অসংখ্যের করে উন্নতির করা হবে এবং আমাদের আসবে। আমাদের পাছে বলা সম্ভবপর নয় কার নয়ন এই মহামারীর ক্ষতিগুলোর। কারেই এ শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন লেখাপড়া থেকে নিশ্চিত রাখা ঠিক হবে না। অসংখ্যের শিক্ষক তাদের জীবনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা নিয়েছেনার নয়ন এসেছে।

বিদ্যালয়গুলো নয় এবং কলেজগুলোর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদিকীকরণের জন্য নিয়েছেনার নিশ্চিতরা ও এমনকিছুকে টীর করে তুলেছে। অন্যদিকে ডাকটি ছাড়িয়ে যা আরাধনার করে অনেকেই অসংখ্যের অসম্পূর্ণ দিন কাটিয়েছে। সাধারণের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, বাংলাদেশ আর পাঁচটি পাড়ের মতো দুটি আর ফিরে আসবে না। বিশ্বব্যুড়ে নতুন আরাম উঠি, ডিজেলের এবং পেশাদার ডিজিটাল দুনিয়া মহামারীটি বিশ্ব অর্থনীতিকে অন্যের দিকে ঠেলে দেয়ার কারণে ডাকটির মাধ্যমে প্রবেশের জন্য পড়াই করছে। একটি দৈনী ডাকটির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিশ্ব ঘটেছে তার পাছে দিনির হয়েছে, যা ১০০ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে শিক্ষার উন্নয়নের সম্ভাবনার বিপর্যেরটি আটি করতে পারে। কোভিড-১৯ প্রথম ডাকটির দুনিয়ার ডাকটিতে উন্নতি করার আশা আর্থ করে দিয়েছে। আবে আবে এখন সমস্যা একটি বড় সামাজিক অসম্পূর্ণ রূপ নিতে পারে।

কোভিড-১৯ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের অবস্থানগুলো, শিক্ষা পদ্ধতিতে এবং আচরণ পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থনৈতিক অসম্পূর্ণতাগুলো প্রকৃতি হবে আমাদের দুর্বলের দেশগুলোর অর্থনৈক পড়া। আশা করি বিশ্বের প্রাকৃতিকের লেখকরা কোভিড-১৯ থেকে এ শিক্ষাটি নেবেন।

এমএম শহিদুল হাসান : চেয়ারম্যান, ইবি এডেনী ইউনিভার্সিটি